গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ সাইফুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩
সভার সময়	দুপুর ১২.০০ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	"পরিশিষ্ট-ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভা আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে তিনি বলেন, সচিব মহোদয় রাজশাহী কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন কাজে রাজশাহীতে অবস্থান করায় সচিব মহোদয়ের পক্ষে এসভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এরপর সভায় সুরক্ষা সেবা বিভাগে নবযোগদানকারী কর্মকর্তা জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস, উপসচিব-কে তার পরিচয় প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সভায় নিজ পরিচয় প্রদান করেন এবং এ বিভাগে দায়িত্ব পালনকালে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতি তাকে এ বিভাগে স্বাগত জানান এবং অর্পিত দায়িত্ব নিষ্টার সাথে পালন করার জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য তিনি উপসচিব (প্রশাসন-৩) শাখা-কে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩) শাখাকে আলোচ্যসূচি মোতাবেক নিম্নরূপে বিষয়বস্তুসমূহ উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

১) আগস্ট, ২০২৩ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
সভায় আগস্ট, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। কোনরূপ সংশোধনী নেই।	সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	---

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৯টি নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত, ২টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অপর একটি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

<table>
<tr>
<td rowspan="3">নির্দেশনা-১</td>
<td>(ক) আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদকবিরোধী অভিযানের নির্দেশনাটির আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত আছে। বিবেচ্য মাসে তার গৃহীত কার্যক্রমের নিম্নরূপ :

অভিযানের তথ্য :

<table>
<tr><td rowspan="2">মাসের নাম</td><td colspan="2">অভিযান সংখ্যা</td><td rowspan="2">আসামির সংখ্যা</td></tr>
<tr><td>ডিএনসি একক</td><td>অন্যান্য সংস্থা</td></tr>
<tr><td>আগস্ট</td><td>৮৮৬৫</td><td>২৪৭</td><td>২৬১২</td></tr>
<tr><td>জুলাই</td><td>৭৮৭৬</td><td>২৭৮</td><td>২৫৬৫</td></tr>
<tr><td>জুন</td><td>৮৩৭৮</td><td>২৩৫</td><td>২৩৯৫</td></tr>
<tr><td colspan="4">(১) আগস্ট, ২০২৩-এ ৮ হাজার ৮৬৫টি অভিযান পরিচালনা করে ২ হাজার ৫৭৭ জন আসামির বিরুদ্ধে ২ হাজার ৩৯২টি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে আগস্ট ২০২৩ মাসে ২৪৭টি যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ৩৫ জন আসামির বিরুদ্ধে ২৫টি মামলা দায়ের করা হয়।</td></tr>
</table>
</td>
<td rowspan="3">(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আন্তঃসংস্থা অর্থাৎ সকল সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং অভিযান পরিচালনার বিস্তারিত তথ্যাদি প্রত্যেক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে।

(৩) মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন করে দ্রুত পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।</td>
</tr>
<tr>
<td>(খ) মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।</td>
<td>২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি “সমন্বিত এ্যাকশন প্লান” প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও ৪৭২টি উপজেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি বিভাগে গড়ে প্রায় ৪০০ জন করে ৮টি বিভাগে ৩২০০ জন, প্রতিটি জেলায় গড়ে প্রায় ২০০ জন করে ৬৪টি জেলায় ১২,৮০০ জন এবং প্রতিটি উপজেলায় গড়ে প্রায় ১৫০ জন করে ৪৭২টি উপজেলায় ৭০,৮০০ জন লোককে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ৭০,৮০০ জনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ লোক এ সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। আগস্ট ২০২৩ মাসে সভা/সেমিনার-৭টি, আলোচনা সভা/শ্রেণি বক্তৃতা- ১৭৮টি, ৬টি কারাগারের কারা বন্দিদের নিয়ে আলোচনা সভা, ৩টি স্থানে ফিলার প্রচার, ১৪টি প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার এবং ৩টি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মাদকবিরোধি টিভি স্ক্রল প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সর্বস্তরের জনসাধারণকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ৯৪৯ টি মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত পোস্টার, ৩৭০৬৪টি ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত লিফলেট, ২০৫টি মাদকবিরোধী ফেস্টুন, ২০৬৯টি মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত কলম বিতরণ করা হয়েছে এবং এরূপ কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
</table>

(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Modernization of DNC" প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। **(তারিখ : ২১.০১.২০১৯, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ)**	৩) মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসিসির ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিকল্পনা-১ শাখায় কার্যক্রম চলমান আছে। ডিপিপি'র উপর যাচাই বাছাই সভা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

<table>
<tr>
<td rowspan="5">নির্দেশনা-২</td>
<td rowspan="5">মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।

(২০.০১.২০১৯, সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)</td>
<td>১) “কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করা হবে।</td>
<td rowspan="5">(১) কাজের যথাযথ গুণগত মান নিশ্চিত করে “কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে।

(২) ৬টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগে করতে হবে।

(৩) জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।</td>
</tr>
<tr>
<td>২) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে পূর্বে ৫ একর জমির সংস্থান ছিল। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পে ১০ একর জমির সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১০ একর জমি পাওয়া যায়। রংপুর বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিবর্তন করার জন্য জেলা প্রশাসক, রংপুর থেকে ২৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জমি পরিবর্তন করে নতুন জায়গায় নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে বিধায় ডিপিপি পুনর্গঠনে দেরি হচ্ছে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৩) প্রতিটি জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৮টি বিভাগের জেলার নাম, জমির পরিমাণ ও বেড সংখ্যা নির্ধারণের জন্য সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে একটি সভা করে ডিপিপি প্রণয়নের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪) আগস্ট, ২০২৩ এ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনের বিবরণ :
<table>
<tr><th>বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা</th><th>জুলাই ২০২৩-এমাসে পরিদর্শনকৃত কেন্দ্রে সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>৩৬৫</td><td>৭৭</td><td>পরিদর্শন প্রতিবেদনে যেসকল নিরাময় কেন্দ্রে বিরূপ মন্তব্য বা পরামর্শথাকে সেগুলো সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক/ উপপরিচালকের মাধ্যমে সংশোধন/প্রতিপালন করার জন্য নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে পত্র দেয়া হয়।</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</table>

নির্দেশনা-৩	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও ফিনিশ সিডিউল চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত মাস্টারপ্ল্যান মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ১৫ মে ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	১) ডিপিপি চূড়ান্ত করে আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৪	**সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, স্থান : রমনা, ঢাকা)**	সিসাবারসমূহে মাদকের বেআইনি ব্যবহার ও বিপণনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত আছে। আগস্ট, ২০২৩ এ সারাদেশে সিসাবারের কার্যক্রম সম্পর্কে সরেজমিন তদন্ত করে দেখা যায়, ২টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং ৬টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চালু রয়েছে। মাঝে মাঝে চালু প্রতিষ্ঠান-৫টি। **বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ:** (ঢাকা রিজেন্সী, বেস্ট হোল্ডিং লিঃ) = ২টি। **বর্তমানে চালু প্রতিষ্ঠান:** হেইজ, মনতানা লাউঞ্জ, থার্টি টু ডিগ্রি, আল জেসিনু, ওজং এবং এ.আর রেস্টুরেন্ট = ৬টি। **মাঝে মাঝে চালু প্রতিষ্ঠান:** জাজ রিলোডেড লাউঞ্চ, এরাবিয়ান হোম রেস্টুরেন্ট, আরগিলা, দি নিউ ঢাকা ক্যাফে এবং কিউডিএস = ৫টি।	১)সিসাবারসমূহে মাদকের বেআইনি ব্যবহার ও বিপণনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

নির্দেশনা-৫	**এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনতে হবে।** **(০৭.০৫.২০১৫, রমনা, ঢাকা)**	বর্ণিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে ০৮ মে ২০২৩ তারিখে অধিদপ্তরের সকল অতিরিক্ত পরিচালকগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	১) এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে তা নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী মাস হতে নিয়মিত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৬	**ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।(০৭.০৫.২০১৫, রমনা, ঢাকা)**	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মিয়ানমারের সেন্ট্রাল কমিটি ফর ড্রাগ অ্যাবিউজ কন্ট্রোল এর মধ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ৫ম দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করার লক্ষ্যে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।	১) ডিসি-ডিএম বৈঠকের অনুরুপ সীমান্তবর্তী এলাকায় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী আন্তঃসীমান্ত বৈঠক আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

৩। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: সভাকে জানানো হয় যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আছে। ৯টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত। ৪টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯; সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	"ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে এবং সর্বশেষ ১৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-২	**গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে।** **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে।** **প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯), স্থান-সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	দেশের উত্তারাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন করে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে এবং অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরেপ্রেরণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ৩) প্রকল্পের ফিজিবিলিটি রিপোর্টসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৫ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগে ০৬ জুন, ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ৩টি পুনঃনির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি *সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে* সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ৪) প্রস্তাবিত দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটি সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধন করে ৫৯টি স্টেশনে রুপান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) দেশের উত্তর অঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প-এর ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৪) প্রস্তাবিত ৫৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে** **(তারিখ ২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ৩০ আগস্ট, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের মাষ্টারপ্ল্যান সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে অক্টোবর, ২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) এ প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত চূড়ান্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৪	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে** **(তারিখ ২০.০১.২০১৯): স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগের বিবেচনাধীন প্রস্তাবটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগের অগ্নি অনুবিভাগের উদ্যোগে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা সমাপান্তে প্রস্তাব চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান জেলা পর্যায়ের পদসমূহ আপগ্রেড করার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ সংক্রান্ত অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৫	**(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে;** **(খ) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে** **(তারিখ-২০.০১.২৯ স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৬	**নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ-১৩.০৩.২০১৪) স্থান: রমনা, ঢাকা:**	প্রস্তাবিত "মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩১ মে ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পের ডিপিপিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন প্রকল্পসমুহের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৭	**বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলো এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান : রমনা, ঢাকা:**	সুরক্ষা সেবা বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩১টি জেলায় ১২৪টি ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা শাখা হতে সরকারের ব্যয় সংকোচন/কৃচ্ছতা সাধন নীতি অনুসরণের প্রেক্ষাপটে অসম্মতি জ্ঞাপন করত প্রয়োজন অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় স্থানে বিদ্যমান জনবলকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে ডুবুরি ও সহায়ক পদসহ মোট ১৩৪টি পদ সৃজনের পৃথক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি এ বিভাগ হতে ১৫ মে ২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়, যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।	১)ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণের বেলায় কোন কোন জেলায় জরুরিভিত্তিতে ডুবুরি প্রয়োজন সে সকল দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকার ম্যাপিং মোতাবেক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতপূর্বক পুনরায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডুবুরি পদ সৃজনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-১	**সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তারিখ-০৯.০৪.২০১১) স্থান:সিরাজগঞ্জ সদর)**	চৌহালী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটি প্রস্তাবিত ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে এ বিভাগে ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১ মে, ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-২	**কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে।** **(তারিখ-০৬.০৩.২০১০; স্থান কুড়িগ্রাম)**	ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনটি প্রস্তাবিত ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১ মে, ২০২৩ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

৪। কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯টি প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১) জামালপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী কারাগারের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে জামালপুর কারাগারে কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০%, কুমিল্লায় ৩০%, ময়মনসিংহে ৪৫%, নরসিংদীতে ৬৩% এবং খুলনায় ৮৮%। ২) বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কারা অধিদপ্তর ৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ১৪ (চৌদ্দ) জন বন্দির মুক্তির প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করেছে। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ২৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ১ জন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করেছে।	১) জামালপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী, এবং ময়মনসিংহ কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পসমূহের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) কারা অধিদপ্তর থেকে অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন যাবৎ জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-২	**কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	কারাগারসমূহে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের জন্য 'অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পে ৬৮টি অ্যাম্বুলেন্স এর সংস্থান রাখা হয়েছে। এ বিভাগে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ১০ মে ২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৩	**কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্তকরণের জন্য ০৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৩ মে ২০২৩ তারিখে একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একজন কারা উপমহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিকে জনবলের খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে জনবল নির্ধারণের জন্য ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৪	**কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ : ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের নিমিত্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন পৃথকমেডিকেল ইউনিট গঠন করা হয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগ, মেডিক্যাল-১ শাখার নির্দেশনা মোতাবেক অর্গানোগ্রামসহ কারা হাসপাতালসমূহের তথ্যাদি কারা অধিদপ্তর ৩১ জুলাই ২০২৩ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগ বরাবর প্রেরণ করেছে।	১) কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠন বিষয়ক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৫	**বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ: ০৭.০৫.২০১৫ স্থান: রমনা ঢাকা)**	২৪০৩টি মামলায় বর্তমানে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা ২৩৭০ জন (৩০ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)। এলক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগ এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	১) নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান থাকায় নির্দেশনাটি **বাস্তবায়িত।**
		২) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে ২৩৩ জন বন্দির অনিস্পন্ন মামলার মধ্যে কোন মামলা কত বছরের পুরানো তার পরিসংখ্যান প্রতিমাসে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। চলমান মামলাসমূহের মধ্যে চলতি বছরের জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে হাইকোর্ট বিভাগে ৫০টি এবং আপিল বিভাগে ১৫টি মামলার নিস্পত্তি করা হয়েছে।	

নির্দেশনা-৬	**কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে । বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা)।**	১) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের জোন-এ এর মাল্টিপারপাস ভবন কমপ্লেক্স এর নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২ জুন ২০২২ তারিখে ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ২য় সভায় উক্ত নকশা অনুমোদিত হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যক্রম শুরু করা হবে। ২) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের অবশিষ্ট উন্নয়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর ও জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর এর মাস্টার প্ল্যান ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ৩০ আগস্ট ২০২৩ তারিখ অবগত করা হয়েছে। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এর নকশার ভেটিং পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্প বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৭	**কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫; স্থান রমনা, ঢাকা)**	কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা দপ্তর, মার্কিন দূতাবাস, বিভিন্ন সংস্থার সহায়তার ২১১ জন এবং US অ্যাম্বাসি কর্তৃক ২ জন ডেপুটি জেলারসহ মোট (২১১+২)=২১৩ জন কারা কর্মকর্তাকে বিদেশে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সকল মৌলিক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে কর্মরত ৮ হাজার ৭০০ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীর মধ্যে ৪ হাজার ৮৩৫ জনকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩ হাজার ৮৬৫ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	১)নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান থাকায় নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত।

প্রতিশ্রুতি-১	**সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কারা অধিদপ্তরের জন্য বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত ৬১৬৪ সংখ্যক পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।	১) এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে প্রস্তাবিত জনবলের পদ সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্তকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-২	**কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্তকরণের জন্য ০৪ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং হাসপাতালের জনবল চূড়ান্তকরণের জন্য ২৩ মে ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবলের খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য একজন কারা উপ মহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং সে আলোকে জনবল নির্ধারণের জন্য ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভা জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২ আগস্ট ২০২৩ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ২০০-২৫০ শয্যার কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৩	**কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারাগারকে সংশোধনাগারে রুপান্তর করার লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর যৌথ উদ্যোগে ২৫ জুন ২০২৩ তারিখ 'Transforming Prisons into a Correctional Institute' শীর্ষক কর্মশালা গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি খসড়া কনসেপ্ট পেপার তৈরির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	বাস্তবায়িত
প্রতিশ্রুতি-৪	**বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান-কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	৩৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩৩ হাজার ২৪৬ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণের আওতায় দেশের সকল কারাগারকে আনয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।	১)নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান থাকায় নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত।

প্রতিশ্রুতি-৫	**কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬;স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	একই ধরণের ২টি ভিন্ন প্রকল্প (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জন্য ১টি এবং খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের জন্য ১টি) গ্রহনের নিমিত্ত দুইটি পৃথক ডিপিপি প্রনয়ণের জন্য ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৬	**কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**	১) ইউনিফর্মড ১০ স্তরের ১৬ ক্যাটাগরি পদ এবং নন-ইউনিফর্মড ৭ স্তরের ১২ ক্যাটাগরি পদের বেতন গ্রেড উন্নীত করার সংশোধিত প্রস্তাব কারা অধিদপ্তর হতে ০৯ জুলাই ২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ০৮ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সভায় সচিব মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে উক্ত প্রস্তাব পুনঃবিবেচনা করার জন্য কারা অধিদপ্তরের হতে অনুরোধ করা হয়। ২) কারা মহাপরিদর্শক পদের পদমর্যাদা ও বেতন গ্রেড ২ থেকে ১ এ উন্নীতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে পরিমার্জনকৃত প্রস্তাব সুপারিশসহ শীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	১) কারা অধিদপ্তর হতে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

৫। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সভাকে জানান, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭টি নির্দেশনা আছে। ৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে, ১টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অপর একটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**(ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে।** **(খ) ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।** **(গ) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯- স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকার প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর ০.১৬৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করে এবং ১১ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য জায়গাটি অপ্রতুল হওয়ায় পার্শ্ববর্তী প্লট নং এফ-১৪/বি এর পাশ্ববর্তী এফ ১৪/এ/১ নম্বর প্লটের ১০ কাঠা জমি বরাদ্দের জন্য আবেদন করা হয়েছে। ২) বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ৩৩টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩) ই-টিপি রাজস্বখাত হতে বাস্তবায়নের জন্য DG Infotech Ltd এর সাথে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ই-টিপি ডিজাইন সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী চূড়ান্ত নমুনা কপি সরবরাহের জন্য DG Infotech Ltd কে ২১ মে ২০২৩ তারিখে পত্র দেওয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মধ্যে e-visa বাস্তবায়নে ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ই-ভিসা বাস্তবায়নে SITA কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের উপর কারিগরি কমিটি ২৪ মে ২০২৩ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ দূতাবাস সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আর্থিক প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অনুবিভাগ) এর সভাপতিত্বে গত ৬, ৯ জুলাই ২০২৩ এবং ২৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে কারিগরি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩তারিখে G2G কমিটি এবং কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।	(১) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; (৩) ই-টিপি ও ই-ভিসা সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-২	**বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯; স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রাক্কলন চূড়ান্ত করে ১২০দিন অর্থাৎ ০৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময় দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পত্র পাওয়া গিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এ অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।	১) জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
বিবিধ	১) সুরক্ষা সেবা বিভাগের সকল অনুবিভাগ প্রধান এবং অধিদপ্তরসমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে এ বিভাগের সকল অনুবিভাগ প্রধান কর্তৃক একটি সভা অনুষ্ঠান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতির নবনির্মিত ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ তথ্যাদি আপলোড করার জন্য অধিদপ্তর হতে ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নপূর্বক এ বিভাগে পত্র প্রেরণের জন্য আলোচনা হয়।		১) সুরক্ষা সেবা বিভাগের সকল অনুবিভাগ প্রধান এবং অধিদপ্তরসমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান কর্তৃক একটি সভা করতে হবে। ২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতির নবনির্মিত ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ তথ্যাদি আপলোড করার জন্য অধিদপ্তর হতে ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**

সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনাসমুহ যথাযময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নে সকলকে আরও আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করার অনুরোধ জানান। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ সাইফুল ইসলাম

অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.৩৪.০০২.২২.৩১৪

তারিখ: ১০ আশ্বিন ১৪৩০
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব